দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 13 DEC 1995 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৫ ...

৭৫

৩০শে ডিসেম্বরের মধ্যে দাবী পূরণ অন্যথায় কলেজ শিক্ষকদের বৃহত্তর আন্দোলন

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতি বেসরকারী কলেজ শিক্ষকদের পেশাগত সমস্যার সমাধান এবং গণতান্ত্রিক নীতিমালার ভিত্তিতে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের

(১১শ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

৩০শে ডিসেম্বর

(১ম পৃঃ পর)

শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতার সরকারী অংশ প্রদানসহ ১৫ দফার সুপারিশ বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া আগামী ৩০শে ডিসেম্বরের মধ্যে শুরুর দাবী জানাইয়াছে। গতকাল মঙ্গলবার স্থানীয় একটি রেস্তোরাঁয় আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এই দাবী জানাইয়া বলা হয়, অন্যথায় শিক্ষক সমিতি ঐ দিন বৃহত্তর ঐক্যবদ্ধ শিক্ষক আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষণা করিবে। সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন কলেজ শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক এবং শেখ বোরহান উদ্দিন কলেজের অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ। বক্তব্যে বলা হয়, দেশের শিক্ষার ৯০ ভাগ দায়িত্ব পালনকারী বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শতকরা মাত্র ১০ ভাগ সরকারী ব্যয় বরাদ্দ হইয়া থাকে। অবশিষ্ট শতকরা ৯০ ভাগ ব্যয় বরাদ্দ হয় সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। অথচ সরকারী শিক্ষায়তনে শতকরা মাত্র ১০ ভাগ ছেলে-মেয়ে লেখাপড়া করে। উহা সংবিধানের মূলনীতি ও মানবাধিকার—সব কিছুরই বরখেলাপ। এই বৈষম্য অবসানের লক্ষ্যে ১৫ দফার মৌলিক দাবীতে শিক্ষক সমাজ দীর্ঘদিন হইতে আন্দোলন করিয়া আসিতেছে। '৯২ সালে শিক্ষকদের দীর্ঘ ৩৫ দিনের ধর্মঘটের পর প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে শিক্ষক-কর্মচারীদের নয়া জাতীয় বেতন স্কেলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পরে এই সংক্রান্ত গঠিত উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি টালবাহানা শুরু করিলে শিক্ষক সমাজ পুনরায় দেশব্যাপী আন্দোলন শুরু করে। পরে ৯৪-এর ২৩শে জুন সরকার শিক্ষকদের ৪ দফা দাবী মানিয়া নেওয়ার ঘোষণা প্রদান করিলে আন্দোলন স্থগিত ঘোষণা করা হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেই ঘোষণা আজও পুরাপুরি কার্যকর করা হয় নাই। উপরন্তু সরকারী ডিগ্রী কলেজের প্রতি বিষয়ের জন্য ১০ জন শিক্ষক রাখার বিধান, পক্ষান্তরে বেসরকারী ডিগ্রী কলেজে প্রতি বিষয়ে ১ জন শিক্ষক রাখার বিধানসহ বিভিন্ন কালাকানুন সম্বলিত সরকারী একটি নির্দেশ সম্প্রতি জারি করা হইয়াছে। উহার ফলে সরকারী ও বেসরকারী কলেজের মধ্যে বৈষম্য দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে গঠিত সুপারিশ কমিটির প্রণীত ১৫ দফার সুপারিশ সম্প্রতি শিক্ষক সমিতির পক্ষ হইতে প্রধানমন্ত্রীর নিকট হস্তান্তর করা হইয়াছে। ৩০শে ডিসেম্বরের মধ্যে উহার বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শুরু করিতে হইবে।

সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের ভাইস চেয়ারম্যান ও কলেজ শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যক্ষ এ, কে, এম জহিরুল ইসলাম, কলেজ শিক্ষক সমিতির সহ-সভাপতি অধ্যাপক মাহমুদুল হাসান, অধ্যাপক আসাদুল হক, শিক্ষক নেতা অধ্যাপক আবদুর রব মিয়া, অধ্যক্ষ নুরুল আনোয়ার, অধ্যাপক আবদুল গাফফার খান, অধ্যাপক বকুল চন্দ্র সাহা, অধ্যাপক মনিরুজ্জোহা প্রমুখ।